ভারতীয় দর্শনের শাখাসমূহ (Indian Schools of Philosophy)

ভারতীয় দর্শন মূলত আধ্যাত্মিক (Spiritual) এবং ব্যাবহারিক সত্যের উপলব্ধির (Practical realisation of truth) উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যদর্শন বা সত্যের উপলব্ধি ভারতীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ভারতীয় দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং কীরূপে সত্যকে আশ্রয় করে সংযত, মার্জিত ও মুক্ত জীবনযাপন করা যায়—এই ব্যাবহারিক দিকটিও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কমবেশি নিহিত। বস্তুত শুধু জ্ঞানলাভই নয়, পরমার্থ লাভের জন্য জীবনচর্যা নির্বাহ করাও ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় দর্শনে প্রধানত আত্মজ্ঞান বা আত্মার উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতীয় দর্শনে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই দর্শন হল এক আধ্যাত্মিক অনুভব, এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা আত্মচেতনায় প্রকাশ পায়।

ভারতীয় দর্শন বলতে বেদপন্থী, বেদবিরোধী, ঈশ্বরবিশ্বাসী, ঈশ্বর অবিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক ও জড়বাদী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক চিন্তাকে বোঝানো হয়েছে।

একদিকে যেমন বেদপন্থী ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন চিন্তা ভারতীয় শিক্ষাদর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে বেদবিরোধী চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন চিন্তা ভারতীয় শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে।

ভারতীয় দর্শন বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন মতাদর্শ পরিলক্ষিত হয়। আবার মতাদর্শগুলি বিরুদ্ধভাবাপন্নও মনে হয়। কিন্তু এ বিরোধ আপাত, প্রকৃত বিরোধ নয়। আসলে ভারতীয় দর্শনের সকল শাখাপ্রশাখাকে পরম উপলব্ধির বিকল্প ব্যাখ্যা (Alternative explanations) বলা যায়।

ভারতীয় দর্শনের সাধারণ ধারণা (Common Ideas of Indian Philosophy)

ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির কতকগুলি সাধারণ ধারণা (Common ideas) পরিলক্ষিত হয়। প্রধান ধারণাগুলি নীচে বর্ণনা করা হল—

- **আধ্যাত্মিক ও ধর্মভিত্তিক (Spiritual and Religious):** **চার্বাক** ছাড়া ভারতীয় দর্শন মূলত আধ্যাত্মিক (Spiritual), ধর্মভিত্তিক (Religious)। অধ্যাত্ম নীতি ও ধর্ম ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি। দর্শন ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। 'আত্মাকে দেখো' (See thyself) সকল দর্শন সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। **ড. রাধাকৃষ্ণণ** বলেন—ভারতীয় দর্শন স্বরূপত আধ্যাত্মিক।
- **আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী (Permanence of Self):** ভারতীয় দর্শনে বিশ্বজগৎ অনিত্য, শুধু জীবের মধ্যস্থ আত্মা অবিনশ্বর ও শাশ্বত। চার্বাক ও বৌদ্ধদর্শন ছাড়া ভারতীয় ষড়্দর্শন সাধারণত আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী।
- **কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ (Law of Karma and Rebirth):** চার্বাক ছাড়া অন্যান্য সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এক সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস করে। এই নৈতিক নিয়মের জন্যই মানুষ যা কর্ম করে তার ফল অবশ্যই ভোগ করবে। এই তত্ত্বকেই কর্মবাদ বা Law of Karma বলা হয়। শাশ্বত, চিরন্তন আত্মা কর্মফল অনুসারে দেহ ধারণ করে এবং কর্মফল ভোগ করে।

  ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদের বিশ্বাসও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবিদ্যার নাশ এবং নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মানুষ পুনর্জন্মের হাত থেকে রেহাই পায়।
- **আত্মোপলব্ধি (Self-realization):** আত্মোপলব্ধি ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার উপলব্ধি ঘটে। **আত্মানং বিদ্ধি**—এই আত্মোপলব্ধির মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের পরম সত্য নিহিত। এই আত্মা এক আধ্যাত্মিক সত্তা, কোনো জড় দ্রব্য নয়, একথা চার্বাক ছাড়া আর সকল ভারতীয় দর্শনেই স্বীকার করা হয়েছে।
- **দুঃখ বা নৈরাশ্যবাদ (Pessimism):** **চার্বাক** ছাড়া অন্যান্য সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় জগৎকে দুঃখময় বলে মনে করেন। **বুদ্ধদেব** বলেছেন—সবই দুঃখময়। সাংখ্যদর্শনে দুঃখের প্রাধান্য বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। তবে শুরুতে দুঃখের কথা বললেও দুঃখ নিবৃত্তি ও দুঃখ নিবারণের উপায়ের কথাও বলা হয়েছে। মোক্ষ বা নির্বাণলাভ দুঃখের বিনাশ ঘটায়। সুতরাং দুঃখের উপর গুরুত্ব দিলেও ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদী বা নৈরাশ্যবাদী দর্শন বলা যায় না।
- **বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (Unity in Diversity):** ভারতীয় দর্শনের একটি মৌলিক ধারণা হল—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তা। আর এর মূলে রয়েছেন এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ন্তা। এই সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। আর এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতীয় দর্শনের মূল নির্যাস।
- **মোক্ষই পরম পুরুষার্থ (Liberation is Ultimate Reality):** মানুষের কাম্যবস্তুকে পুরুষার্থ বলা হয়। আর মোক্ষ হল দৈহিক বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি ও পূর্ণতার অবস্থা।

ভারতীয় দর্শনে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার প্রকার পুরুষার্থ স্বীকার করা হয়েছে। চার্বাক ছাড়া অন্যান্য সব দার্শনিক সম্প্রদায়ই মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করেন। মোক্ষকে জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধরূপে গণ্য করা হয় (Moksha is the highest value of life)।

বৌদ্ধদর্শনে মোক্ষকে বলা হয় নির্বাণ বা দুঃখের চিরবিলুপ্তি। ন্যায়, মীমাংসকদের মতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। যোগদর্শনেও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিই মোক্ষ নামে অভিহিত। তাই অনেক সময় ভারতীয় দর্শনকে মোক্ষশাস্ত্রও বলা হয়।

মোক্ষলাভ হলে পুনর্জন্ম হয় না। সকল দুঃখকষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় দর্শনের প্রাণস্বরূপ। অধ্যাত্মসাধনাই পরম সাধনা। তাই ভারতীয় ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'। অর্থাৎ আমাকে অসৎ থেকে সৎ-এ নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু নয়—অমৃতলোকে নিয়ে চলো।

দর্শন ও শিক্ষা (Philosophy and Education)

দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ত্বসমূহ এবং তাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য আলোচনা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন ও শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্র ধরেই শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy) গড়ে উঠেছে। দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে ও কালে প্রখ্যাত দার্শনিকেরা শিক্ষাভাবনারও প্রবক্তা ছিলেন।

প্রাচীন ভারতভূমিতে বেদ-উপনিষদের যুগে আত্মমুক্তি বা পরাবিদ্যাকে শিক্ষার পরম লক্ষ্য (Ultimate aim of Education) রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

আবার, ব্যাবহারিক জীবনে অপরাবিদ্যাকে আপাত শিক্ষার লক্ষ্য (Proximate aim of Education) হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।